বাংলাদেশ ছাত্র সংঘ

মহান একুশে সংকলন

২০০৫

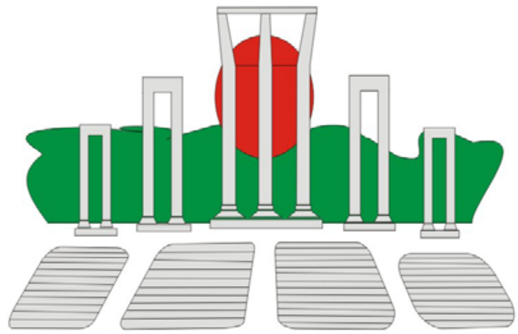

রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই ১৯৫২ আ- মরি বাংলা ভাষা

Бангладешская Студенческая Ассоциация
В Санкт Петербурге
Международный день родного языка, 21 Февраля, 2005.

সেইন্ট পিটার্সবার্গ
রাশিয়া

Допущено
Редакционно-издательским советом
Бангладешская Студенческая Ассоциация,
Северо-Западный регион. Россия.

Редактор
А. Захид.

Составители
М.Шипон .
Ш. Х. Монзу
М.Х.Шохид.
Ф.Т. Тушар.
И. Риаз.

Бангладешская Студенческая Ассоциация,
Северо-Западный регион. Россия.

ডঃ মোঃ শিপন মোল্লা, ডাঃ মাসুদুল হক শহিদ, জাহিদ আহমেদ,
তোফাজল হোসেন, মোঃ সাজ্জাদ হোসেন ও রিয়াজুল ইসলাম ।

বাংলাদেশ ছাত্র সংঘ কতৃক প্রকাশিত ও সংরক্ষিত
সেইন্ট পিটার্সবার্গ, রাশিয়া ।

প্রকাশক জাহিদ আহমেদ, বাংলাদেশ ছাত্র সংঘের পক্ষে
Формат А5. тираж- 50 экз. печать изд. Амадэр. Захид Ахмед.
Рисунок на обложке Е.П. Бакоз. 2005 г.

История праздника

Международный день родного языка был провозглашен ЮНЕСКО по предложению Бангладеш. Эта дата была выбрана не случайно. В этот день в 1952 году молодежь, в основном студенты, восстали против объявления языка урду единственным национальным языком Восточного Пакистана (Бангладеш). Полиция подавила восстание, несколько десятков студентов были убиты. Этот митинг протеста был первым предзнаменованием свободы для Бангладеш. Этот день в Бангладеш так же носит название Днем памяти героев или Омор Экуше (бессмертное 21ое).

Международный день родного языка имеет своей целью поощрение языкового многообразия и образования на разных языках, а также содействие осознанию языковых и культурных традиций, которые основываются на взаимопонимании, толерантности и диалоге.

Данные ЮНЕСКО говорят, однако, о том, что, несмотря на более широкое использование родных языков в образовании, невелико число стран, включивших такой подход в национальные системы образования. Один из мировых лидеров по развитию многоязычных образовательных систем – Индия, где на разных уровнях школьного образования используется почти 80 языков. В то же время в Африке, где говорят, по подсчетам специалистов, на 2011 языках, доминирующее положение в образовании занимают языки бывших метрополий – английский, французский, испанский и португальский. Схожая ситуация и в Латинской Америке. В Европе образование ограничивается главным образом языками стран-членов Европейского Союза.

Атлас языков мира под угрозой исчезновения (ЮНЕСКО, 2001 г.) свидетельствует: сегодня в мире используются более 6 000 языков, при этом на 95% из них говорят только 4% населения планеты; каждый месяц исчезают два языка.

От редакции

Бангладешская **С**туденческая **А**ссоциация существует более чем в 1000 городах мира. Благодаря первым студентам из Бангладеша она появилась и в северо-западном регионе России. На сегодняшний день все БСА связаны между собой посредством Интернета, и студенты, учащиеся в разных странах, имеют возможность общаться, обмениваться опытом, знаниями и научным материалом. Нашей общей целью является то, чтобы Бенгалия заняла достойное место в мире. Среди Бенгальцев множество выдающихся людей: великий поэт Рабиндра натх Тхакур, признанный во всем мире; национальный поэт Нозрул Ислам; великий учёный Зогодиш Чондро Боши; режиссер Шоттозит Роу; лауреат Нобелевской премии, экономист Аморто Шеен.
По количеству говорящих на нем людей, Бенгальский язык занимает 4-е место в мире, и 3% земного населения обмениваются на нем своими мыслями.

Мы рады, что Восточный Факультет Санкт-Петербургского Государственного Университета преподает бенгальский язык, и морально поддерживаем преподавателей и студентов. Мы хотим, чтобы весь мир знал, как богата наша культура.
И в этих целях, с уважением к родному языку, Бангладешская Студенческая Ассоциация рада представить вам в
Санкт-Петербурге этот маленький журнал в качестве первого издания на бенгальском языке.

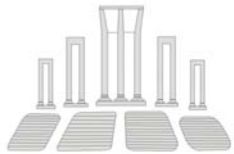

মোদের চক্ষে জ্বলে জ্ঞানের মশাল
বক্ষে ভরা বাক,
কণ্ঠে মোদের কুণ্ঠাবিহীন
নিত্য কালের ডাক ॥

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়	৬
একুশের গান	৮
কিছু কথা	৯
পৈত্রিক সম্পত্তি	১০
মহাবিশ্বে মানুষ ও ধর্ম	১১
কষ্টের গান	১৫
দেশ গড়ার সৈনিক	১৬
স্থাপত্য ও স্থাপতি	১৮
হিতে বিপরীত	১৯

ইন্টারনেটে আমাদের অবস্থান :
আমাদের ওয়েবপেজ:
http://www.bsa-spb.narod.ru/
আমাদের গ্রুপ / ক্লাব ইন্টারনেটে:
http://groups.yahoo.com/group/bsa-spb
বিশ্বব্যাপি সংঘের ওয়েবপেজ:
www.thebsa.narod.ru
http://groups.yahoo.com/group/bsa_spb
২১শে ফেব্রুয়ারী উদ্‌যাপন ওয়েবপেজ:
www.imld.narod.ru
আমাদের ই-মেইলের ঠিকানা :
bsaspb@yahoo.com

সম্পাদকীয়

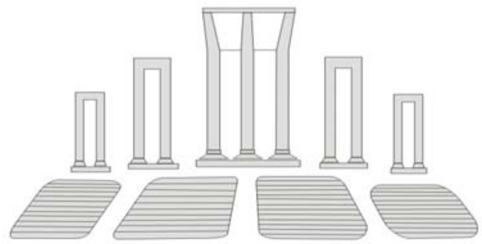

একুশে ফেব্রুয়ারী আমাদের জাতীয় ঐক্য ও চেতনার প্রতীক। একুশের পথ ধরেই এসেছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা। আজ আমরা বাংলা ভাষায় বেচে আছি শহিদ জব্বার, সালাম, শফিক, বরকত ও রফিকদের মত সূর্য সন্তানদের জন্য, তাদের রক্তের বিনিময়ে আমাদের এই স্বাধীনতা।

একুশে ফেব্রুয়ারী আজ সমগ্র বিশ্বের ১৮৮টি দেশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে পালিত হচেছ। এ স্বীকৃতির পেছনে যাদের অবদান তারা আজ প্রবাসী। এই দুই জন প্রবাসী বাংলাদেশী কানাডা থেকে জাতিসংঘে আবেদন করেন যেন ২১শে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় । তারা হলেন জনাব সালাম এবং জনাব রাফিক।

বাংলাদেশ ছাত্র সংঘ আজ সেইন্ট পিটার্সবার্গ থেকে সমস্ত বাংলাভাষীদের কাছে প্রথম সংকলন তুলে দেওয়ায় আনন্দিত। ছাত্র সংঘের উদ্দেশ্য একটাই, বিদেশের মাটিতে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা এবং পরিবারে ও সমাজে বাংলা ভাষার চর্চা করা ।

এই সংকলন পিটার্সবার্গের ছাত্রদের চিন্তাধারা প্রকাশ পেয়েছে। এই প্রয়াস স্বাধীন মনমানসিকতারই চর্চা। বাংলাভাষার পাশাপাশি রাশিয়ান ভাষা ব্যবহারের উদ্যেশ্য হলো, তাদেরকে আমাদের বীরত্বগাঁথা ইতিহাস জানানো এবং তাদেরকে বাংলা ভাষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা। আমাদের প্রত্যাশা, সেইন্ট পিটার্সবার্গের এবং লেনিনগ্রাদের অব্লাষ্টের বাংগালীরা বাংলা ভাষা নিজেদের মধ্যে ব্যাবহার করবেন এবং বিদেশীদের বাংলা ভাষার প্রতি উৎসাহ দিবেন ।

এই প্রথম প্রয়াসে অনেক ভুল ভ্রান্তি থাকতেই পারে। তাই আবেদন, ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে আমাদেরকে আপনাদের মতামত জানাবেন।

ধন্যবাদন্তে,

বাংলাদেশ ছাত্র সংঘ।

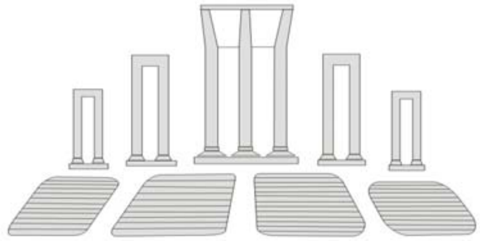

একুশের গান

আবদুল গাফ্ফার   চৌধুরী

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু গড়া এ ফেব্রুয়ারী
আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি

জাগো নাগিনীরা জাগো নাগিনীর জাগো কাল বৈশাখীরা
শিশু হত্যার বিক্ষোভে আজ কাপুক বসুন্ধরা,
দেশের সোনার ছেলে খুন করে রোখে মানুষের দাবি
দিন বদলের ক্লান্তি লগনে তবু তোরা পার পাবি?
না, না, না, না খুন রাঙা ইতিহাসে শেষ রায় দেওয়া তারই
একুশে ফেব্রয়ারী একুশে ফেব্রুয়ারী ॥

সেদিনও এমনি নীল গগনে বসনে শীতের শেষে
রাত জাগা চাঁদ চুমু খেয়েছিলো হেসে।
পথে পথে ফোটে রজনীগন্ধা অলকনদা যেন,
এমন সময় ঝড় এল এক, ঝড় এল খেপা বুনো ॥
সেই আধারের পশুদের মুখ চেনা,
তাহাদের তরের মায়ের বোনের ভাইয়ের চরম ঘৃনা
ওরা গুলি ছোড়ে এদেশের পানে দেশের দাবিকে রোখে
ওদের ঘৃনা পদাঘাত এই বাংলার বুকে॥

কিছু কথা

ডঃ মোঃ শিপন মোল্লা ।
গবেষনারত সেইন্ট পিটার্সবার্গ রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি বিশ্ববিদ্যালয়

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি ।

মহান শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে ১৯৫২সালে যারা মাতৃভাষার জন্য জীবন দিয়েছেন সর্বপ্রথম তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা
করি । ছাত্ররা দেশের ভবিষ্যত কর্নধার। তারা সব যুগেই প্রগতিশীল আন্দোলনের জন্মদান করেছেন। বিশেষভাবে বলা চলে যে, বাংলাদেশের ছাত্র সমাজ বরাবরই সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে । ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারীতে মৃত্যুঞ্জয়ী ছাত্ররা বুলেটের সামনে দাড়িয়েছিল । ষড়যন্ত্রের জাল ছিড়ে মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় অকুতোভয়ে অগ্রসর হয়েছিল । শত যুবকের ও শহিদের উষ্ণ রক্তে রঞ্জিত হয় আমাদের মাতৃভাষা বাংলাভাষা পৃথিবীর ইতিহাসে ।
বর্হিবিশ্বে নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি দ্বারা বাংলাদেশে স্মরনীয় হয়ে উঠুক এটাই আমার কাম্য ।

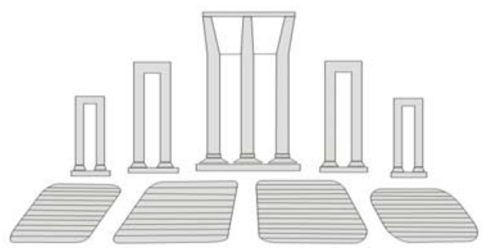

পৈত্রিক সম্পত্তি

ডাঃ মাসুদুল হক শহিদ
সেইন্ট পিটার্সবার্গ রাষ্ট্রীয় শিশু চিকিৎসা বিজ্ঞান একাডেমি।

দেশটা নাকি জনগণের
কে বলেছে তোমায়
দেশটা হল বাপ দাদার ধন
হাসিনা খালেদার ।
দু' জন মিলে ভাগে যোগে
করছে দেশের শাসন
মিথ্যা আশার বুলি আওড়ায়
এইতো তাদের ভাষন
নিজের জন্য বসতে সদা
নয়কো দেশের তরে
মার্সিডিজে ঘুরেন তারা
ক্ষুধায় মানুষ মরে
গদিটাতে বসতে আর ঐটা
আকড়ে রাখার জন্য
করতে তারা সদা রাজি
সকল হীন কর্ম
কথায় কথায় হরতাল আর
মশাল মিছিল করে
দেশের দু' জন বাজায় বারো
নিজের উদর ভরে ।

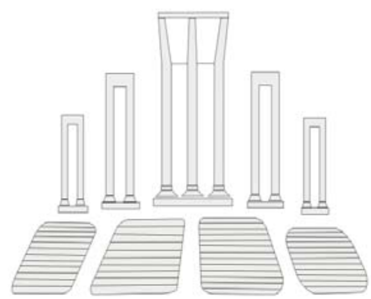

মহাবিশ্বে মানুষ ও ধর্ম

নরেন্দ্র কুমার মন্ডল

আলো-আঁধার আমাদের কাছে নিত্যকার শিশু-মন ভুলানো শব্দ হলেও আলোই মহাবিশ্বের উৎপত্তি থেকে সকল মহাজাগতিক কর্মকাণ্ড এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রত্যেক সচল ও নিশ্চল প্রাণের সৃষ্টি, বিকাশ ও গতির উপাত্তসমূহ আলো-নির্দেশিত। তাই আলো ব্যক্তি ও সমাজের ক্রমবিকাশে এবং মানুষের চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎসমূল। আলোর অনুপস্থিতি বা অভাবে সবকিছু নিষ্প্রভ ও নিষ্প্রাণ হয়ে এক অজানা গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়।

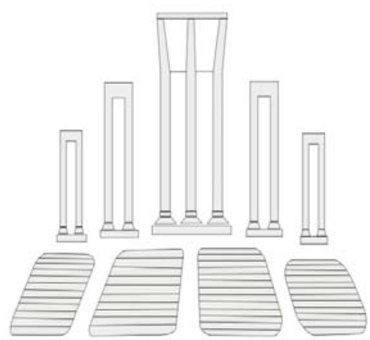

মানুষ সভ্যতার ঊষালগ্নে পাথর খণ্ডের ঘর্ষণে আগুন উদ্ভাবন করে প্রকৃতিকে নিজস্ব প্রয়োজনের আওতায় আনতে সক্ষম হয়। আদিতে মানুষ 'জলে কুমির ডাঙায় বাঘ' পরিবেশ-পরিস্থিতিতে অন্যান্য প্রাণীর সাথে সহাবস্থান করে আসছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ - খরা, প্লাবন, ভূমিকম্প, দাবানল, জলোচ্ছ্বাসে মানুষ বিপর্যস্ত হয়ে খাবার অণ্বেষণে বিভিন্ন দিকে ছুটতে বাধ্য হয়। মানুষ প্রতিনিয়ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে বেঁচে থাকার তাগিদে নদী-তীরবর্তী পলিবাহিত জমিতে চাষাবাদ প্রবর্তন করে। এভাবেই সিন্ধুনদের অববাহিকায় হরপ্পা সংস্কৃতি, নীলনদের তীরে মিশরীয় সভ্যতা, হোয়াংহো নদীকূলে চৈনিক সভ্যতা গড়ে ওঠে। তাছাড়াও ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর মধ্যবর্তী সমতল অঞ্চলের মেসোপটেমিয়ায় সুমের, ব্যাবীলনে মিশ্র সিমেটিক ব্যাবীলনীয় এবং ফুরাত নদীতীরে সিমেটিক আসিরীয় সভ্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

উৎপাদন প্রক্রিয়া চালু হওয়ায় মানুষ নির্দিষ্ট এলাকায় বাস করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। খাদ্যের যোগান নিশ্চিন্ত হবার ফলে মানুষ পোষাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ি তৈরি ও ব্যবহার করতে পারদর্শী হয়। মেধা ও মননের বিকাশে ভাষা, শিল্প-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার উদ্ভব হয়। এ প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে বসবাসরত নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর একক ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র গড়ে ওঠে।

উৎপাদন পদ্ধতি, উপকরণ ও পরিমাণ এবং সমাজ সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশে তারতম্যহেতু কোন কোন জনগোষ্ঠীপ্রধান তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের নিয়ে প্রাধান্য ও ক্ষমতায়নের জন্য হাতিয়ার ও পেশীপ্রদর্শনে উন্মত্ত হয়ে উঠে।

ফলশ্রুতিতে বহু সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং জীবন ও সম্পদের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়।

পশুচারণকারী যাযাবর আর্যরা (নর্ডিক) হরপ্পা-সংস্কৃতির বৈদীমূলে আঘাত হেনে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াসে মেতে উঠে এবং সংস্কৃতির ধারক-বাহককে নানা প্রকার ঘৃণা ও অবজ্ঞাসূচক রাক্ষস, অসুর, দানব, বানর, হনুমান নামে অভিহিত করে। গ্রীকরা এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের জনপদে একই কায়দায় ধ্বংসলীলায় অবতীর্ণ হয়। রোমানরাও তাদের নৃশংসতার ছাপ রাখতে কার্পণ্য করেনি। পরবর্তীতে স্পেন, পর্তুগাল, বৃটেন ও ফ্রান্স ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া এবং আমেরিকায় তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করে। আজকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং আফ্রিকার বেশ কিছু অঞ্চলে ইউরোপেরই প্রতিচ্ছবি দৃশ্যমান। আরবদের আক্রমণে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার জনপদ ও সভ্যতার শেষ চিহ্নও আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত। আফগানিস্তানের গজনীর সুলতান মাহমুদ গুজরাটে অবস্থিত এক সোমনাথ মন্দিরই ১৭ বার লুট করে। কিন্তু আশ্চর্য! বিখ্যাত 'শাহনামা' মহাকাব্য প্রণেতা কবি ফেরদৌসী এবং জ্যোতিষী ও গণিতজ্ঞ আল-বেরুনী তার সভাসদ ছিলেন। মঙ্গোলীয় তাতার ও মাঞ্চুর পৌনঃপুনিক আক্রমণ ও লুণ্ঠন থেকে রেহাই পাবার জন্য খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতকে চীনে ৪০০০কি.মি. দীর্ঘ মহাপ্রাচীর নির্মিত হয়।

উৎপাদন প্রক্রিয়ার সূচনাকাল হতে অদ্যাবধি বিরাজমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হলেও শান্তি ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। উৎপাদন- একক কৃষক এবং শিল্পবিপ্লবে রূপান্তরিত উৎপাদন-একক শ্রমিক ফসল ও পণ্য উৎপাদন করে-- বাকী সব পেশাই সহায়ক উৎপাদন একক। কিন্তু উৎপাদক ও ভোক্তার মাঝে পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে কতিপয় অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বা নামমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক সনদপ্রাপ্ত ব্যক্তি ধূর্ততা ও শঠতার মাধ্যমে গোটা পুঁজিকে কুক্ষিগত করছে। অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান ব্যাংক, বীমা, শেয়ার মার্কেট তাদের দুর্বৃত্তায়নে সহায়ক শক্তিরূপে বিদ্যমান। তাই তারা রাষ্ট্রকে পীড়নযন্ত্রের ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহারের ধৃষ্টতা দেখায় এবং তাদের কৃতকর্মের জন্যই জাতিগত দাঙ্গা ও যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

বিজ্ঞানীগণের গবেষণায় আজ মহাবিশ্ব, গ্যালাক্সী, সৌরমণ্ডল ও আমাদের পৃথিবীর আবির্ভাব, প্রসারণ ও সংকোচনের জ্ঞান সুপ্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া প্রাণের

সৃষ্টি ও মানুষের মিলিয়ন বছরের বিবর্তন ধারাও সঠিকভাবে মূল্যায়িত। তাই বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে বিজ্ঞানের অভাবনীয় উৎকর্ষ ও সাফল্যে জ্ঞানের বহুবিধ শাখা এক উপসংহার বিন্দুতে উপনীত। উদাহরণস্বরূপ, প্রাণ ও রসায়ন বিদ্যা যথাক্রমে পদার্থের অণু এবং ইলেকট্রন বিন্যাসেই পরিস্ফুট। মহাকাশবিজ্ঞানীদের ধারণা যে মহাকর্ষের কোয়ান্টাম তত্ত্ব আবিষ্কৃত হলে বিজ্ঞানের আর তেমন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না এবং অতি সম্প্রতি ভারতীয় বিজ্ঞানী ধুরন্ধর মহাকর্ষ তরঙ্গ আবিষ্কারের ঘোষণা করেছেন। তাই এ শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত দার্শনিক উইটজেনস্টেন (Wittgenstein) যথার্থই বলেছেন যে বর্তমানে ভাষাতত্ত্ব বিশ্লেষণই দর্শণের একমাত্র আরব্ধ কাজ; কারণ গাণিতিক প্রযুক্তির কাছে দার্শনিক এরিস্টটল থেকে কান্ট পর্যন্ত দীর্ঘ দু'হাজার বছরের একচ্ছত্র আধিপত্য আজ সম্পূর্ণভাবে পরাভূত।

এ সমাজ ব্যবস্থায় জ্ঞানী-গুণী-বুদ্ধিজীবীদের অবস্থান খুবই স্পর্শকাতর। কারণ এ সমাজই একদিকে সম্রাট বিক্রমাদিত্যের 'নবরত্ন' সভার আয়োজন করে; আবার ঠিক বিপরীতে মহান গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসকে 'হ্যামলক' বিষপানে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। সমাজ চিন্তাবিদদের চরম ব্যর্থতার যূপকাষ্ঠে এখনও অগণিত জনতা জীবন-মৃত্যুর শিকার হচ্ছে আর ধ্বংস হচ্ছে অফুরান সম্পদ ও ঐশ্বর্যের। তাই উৎপাদন ও বিতরণের পদ্ধতিগত ত্রুটি সংশোধনে এবং সামাজিক ও আর্থিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাকল্পে বুদ্ধিজীবীরা সর্বতোভাবে দায়বদ্ধ।

বিজ্ঞানী, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীদের আবিষ্কার, লেখনী ও নান্দনিকতায় বিশ্ব আজ এক পরিবারে সংবদ্ধ। তাই সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় পেশীজীবীর পরিবর্তে পেশাজীবী স্বশিক্ষিত সুশীল সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য অপরিহার্য। অতএব 'মুক্তবাজার অর্থনীতি' নয় বরং 'মুক্ত মনের নীতি' গ্রহণেই বিশ্বের প্রতিটি নর-নারী আলোকিত হবে।

১৪

কষ্টের গান

জাহিদ আহমেদ
সেইন্ট পিটার্সবার্গ রাষ্ট্রীয় প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

অসহায় মানুষ আমি ।
অসহায় নাগরিক আমি ।
পারি না বুক ভরে হাসতে
পারি না মাথা উচু করে দাড়াতে
আমিও তো চাই ভালবাসতে
আমিও তো চাই ঘুরে বেড়াতে।
হাসতে হাসতে যারা জীবন দিলো
তারা কি আজ জানতে পারলো?

অভাগা অসহায় মানুষ আমি
আজ কেনো পরদেশে পর বোলে আছি?
মা আমার তুমি আজ কত দুরে
কেঁদোনা তুমি কেঁদোনা, আমি আসব ফিরে
আমিও তো চাই ভালবাসা পেতে
আমিও তো চাই ভালবাসতে ।

এইতো আরেক মুক্তিযুদ্ধ
এ যুদ্ধ আজ জ্বালার যুদ্ধ
বুক ভরা ভালবাসার আশা নিয়ে
তবুও যে রয়ে যায় হাহাকার
আমিও বলি কাঁদব না আর
শুধুই হাসব ।

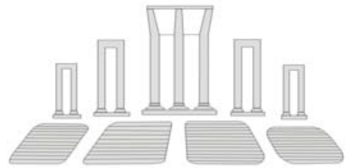

দেশ গড়ার সৈনিক

-তোফাজল হোসেন (তুষার)।
সেইন্ট পিটার্সবার্গ রাষ্ট্রীয় তারবার্তা বিশ্ববিদ্যালয়

আমি অরুন, আমি তরুন,
আমি হাসির দৃশ্যকে করব করুন।
আমি হিমালয় মাউন্ট ব্লাক এভারেস্ট,
গতির পথে মোর নেই কোন রেস্ট ।
ওহে তরুন সহপাঠী বন্ধুগন,
আমি ফারাক্কার ভাংগন।
কুড়িয়ে আনব দেশের জন্য
অনেক আনেক ধন্য।
আমি সেই সৈনিক
দেশ গড়ার পথে তৈরী করব নিজস্ব স্পুতনিক
ওহে বন্ধুগন, ভাবো দেশকে নিয়ে,
নয় নিজেকে নিয়ে।
আমাদের তো অনেক কিছু আছে,
আমরা কেন সবার পিছে?

এক বন্ধু অন্য বন্ধুর এই কবিতা শুনে বললো যতই লাফালাফি কর দোস্ত আসলে কোনো লাভ হবে না। আমি এই দেশে থাকব না, ইউরোপের

কোন দেশে সেটেল হবো। চিন্তা কর এই দেশ আমাকে, তোকে, আমাদের কি দিয়েছে? হরতাল, খুন, নোংরা রাজনীতি, সন্ত্রাস ছাড়া আর কি?

-কিন্তু দোস্ত তুই দেশকে কি দিয়েছিস চিন্তা কর? ইউরোপে কি আছে, আমরাও তো এগুলী অনুসরন করতে পারি, কি পারি না? আমরা একে অন্যের মাধ্যমে নেট ওয়ার্ক তৈরী করে বুঝাতে পারি যে কি করলে কি হয়। প্রথমে আমাদের ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। তাহলে হরতাল বন্ধ হবে। জনগনকে জনশক্তিতে পরিনত করতে হবে। দেশের প্রধানকে নিজেকে নিয়ে নয়, দেশকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে। চিন্তা কর মালয়শিয়া, ভারতের কথা, ওরা আজ কোন অবস্থায় আছে। উদাস হয়ে বসে থাকলে চলবে না, অসীম উদ্দীপনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

- সবশেষে আমি তোর কথায় এক মত। চল, আমাদের কাজ বাস্তবায়নে নেমে পরি।

বাংলাদেশের স্থাপত্য ও স্থাপতি

সংগ্রহে- মোঃ সাজ্জাদ হোসেন মঞ্জু
সেইন্ট পিটার্সবার্গ রাষ্ট্রীয় স্থাপত্য ও পুরঃকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের স্মৃতি সৌধ ও তাদের স্থপতি

জাতীয় স্মৃতি সৌধ - সৈয়দ মইনুল হোসেন
জাতীয় শহিদ মিনার - হামিদুর রহমান
মুজিবনগর স্মৃতি সৌধ - তানভীর কবির
শহিদ বু দ্ধিজীবি স্মৃতি সৌধ, মিরপুর - মোস্তফা হারুন কুদ্দুস
তিননেতার স্মৃতি সৌধ - মাসুদ আহমেদ
শিখা অনিবার্ণ , ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট - রবিউল হুসাইন
মিলন মেমোরিয়াল - ইসতিয়াক জহির, এহসান খান, মাহফিল আরিফ
নটরডেম কলেজ শহিদ মিনার - এস. এম. এ. এইচ জাভেদ
জগন্নাথ হল শহিদ মিনার - আলমগীর কবির
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শহিদ মিনার - খায়রুল এনাম
ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শহিদ মিনার - মসিউদ্দিন শাকের
জাগ্রত চৌরঙ্গী, গাজীপুর - আব্দুর রাজ্জাক

বাংলাদেশের বিখ্যাত স্থাপত্য কর্ম ও তাদের স্থাপতি

জীবন বীমা ভবন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়,
জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়,
জাতীয় সংগ্রহশালা,
চারুকলা কলেজ - মাযহারুল ইসলাম

নগর ভবন - আবু হায়দার ইসামুদ্দিন
শিশু পার্ক, ঢাকা - সামসুল ওয়ারেছ
জাতীয় যাদুঘর, ঢাকা - মোঃ মোস্তফা কামাল
প্রেস ক্লাব , ঢাকা - বাবর চৌধুরী
ওসমানী মেমোরিয়াল হল - শাহ আলম জহির উদ্দিন
জাতীয় ক্রীড়া মাঠ, ঢাকা - মিজানুর রহমান ও মেজবাহ উল কবির
বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র - উত্তম কুমার সাহা

হিতে বিপরীত

সংগ্রহে- রিয়াজুল ইসলাম।
সেইন্ট পিটার্সবার্গ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান একাডেমি।

সোবহান সাহেবের ১২ বছরের দাম্পত্য জীবন খুব ভাল যাচ্ছিল । তার মত সহজ সরল তাহার স্ত্রী । দীর্ঘ ১২ বছর পর সোবহান সাহেবের আবিস্কার করলেন যে তাহার স্ত্রী ইদানিং কানে কম শুনেন। তিনি তার স্ত্রীকে কথাটি সরাসরি বলতে সাহস পেলেন না।

কিভাবে তার স্ত্রীকে কথাটি বলা যায়, সেজন্য তিনি তার একজন ডাক্তার বন্ধুর কাছে গেলেন এবং পরামর্শ চাইলেন। ডাক্তার বন্ধুটি বললেন - শোন দোস্ত -আমিতো এ অবস্থাতে কিছুই বলতে পারছি না, কানে কি রকম সমস্যা তাও জানিনা। এক কাজ কর, বাসায় গিয়ে প্রথমে ২০ ফুট দুরে থেকে ভাবীর সাথে কথা বলবি, কাজ না হলে আরও ৫ ফুট কমে ১৫ ফুট কাছে দাড়িয়ে কথা বলবি। এতেও কাজ না হলে আর কাছে এসে কথা বলবি। পরে আমাকে দুরত্বটা আমাকে জানাবি।

সোবহান সাহেব খুশি মনে বাসায় গিয়ে দেখলেন তার স্ত্রী রান্না করছেন। ঠিক ২০ ফুট দুরে থেকে বললেন-'ওগো তুমি কি রান্না করছো?' -কোনো উত্তর এলো না স্ত্রীর পক্ষ থেকে। তারপর ১৫ ফুট দুরে থেকে বললেন একই কথা, এবারও কোনো সাড়া শব্দ নেই।

সোবহান সাহেব খুবই কাছে এসে বললেন, 'ওগো! তুমি কি রান্না করছ?' স্ত্রী উত্তর দিলেন, - 'এ নিয়ে আমি তোমাকে চারবার বললাম সব্জি রান্না করছি'।

জয়নুল আবেদীন

Главный Редактор – Захид Ахмед. БСА выражает благодарность Асп-т. Шипон Молла, Масудул Хок Шохид, Риазул Ислам, Шаззад Хоссейн Монзу, Тоффазол Хоссейн Тушар.

Бангладешская Студенческая Ассоциация,

Северо-Западный регион. Россия.